বাড়িভাড়ার বৈষম্য প্রতিহত করুন

উপদেষ্টা পরিষদে মেস সংঘের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে

বাংলাদেশ মেস সংঘ (বিএমও) আগত নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়ে বাড়িমালিকদের প্রতি বাড়িভাড়া বৃদ্ধি না করার আহ্বান জানিয়েছে। বছর এলেই ভাড়াটিয়া এবং বাড়িমালিকদের মধ্যে কিছু বৈরি পরিবেশগত বিপত্তিকর অবস্থা বা বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। যা খুবই অনাকাঙ্ক্ষিত এবং অনভিপ্রেত। যা সমাজে দৃষ্টি কটুই নয়-বরং অশোভনীয় অথবা চিরন্তন আত্মকলহও অভ্যান্তরীণ বিরোধের শামিল। এহেন পরিস্থিতির অবসানে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ভূমিকা পালন করতে হবে। শুধু তাই নয়- আগামীতে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি হলে সেখানে মেস সংঘের একজন প্রতিনিধিকে অন্তর্ভূক্ত করার দাবি জানান। এ দাবিতে গত ৪ ডিসেম্বর (বৃহস্পতিবার) জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বিএমওর পক্ষ থেকে এক মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

বিএমও ঢাকা মহানগর সভাপতি সৈয়দ আখতার সিরাজীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন মহাসচিবও ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি) নির্বাচনে দু'বার প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মেয়র প্রার্থী আয়াতুল্লাহ আকতার, নতুন ধারা বাংলাদেশের চেয়ারম্যান মোমিন মেহেদী, আকতার হোসেন, এডভোকেট মিজানুর রহমান প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, সংবিধানের চারটি মূলনীতি ও তৎসহ নীতিসমূহ থেকে উদ্ভুত অন্যসকল নীতি রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি বলে পরিগণিত। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম ও নিষ্ঠুর পরিহাস স্বাধীনতার ৫৪ বছরেও দেশের সকল মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত হয়নি। অনেক মানুষ এখনো গৃহহীন। দ্বিতীয়ত যারা শহরে ভাড়া বাসায় বসবাস করেন তারা বাড়ি ভাড়ার যন্ত্রণা যে কি জিনিস উহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন। কাজেই মহামান্য হাইকোর্টের রায় অনুসারে বাড়িভাড়ার বিড়ম্বনা দূর করতে হবে।

জনস্বার্থের মামলায় জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত আইনজীবী এডভোকেট মনজিল মোরসেদ বাড়িভাড়া সংক্রান্ত মামলা প্রসঙ্গে বিএমও'র প্রতিনিধিদের জানিয়েছেন রায় হয়েছিল। একজন বিচারপতি পরলোকগমণ করায় অন্যবেঞ্চে শুনানির জন্য প্রেরণ করা হয়। কিন্তু এখন আর শুনানির তালিকায় আসছে না। ফলে বাড়িভাড়া সংক্রান্ত জনদুর্ভোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাড়িমালিক ও ভাড়াটিয়ার সু-সম্পর্ক বিদ্যমান রাখতে হবে। ভাড়া সংক্রান্ত বিদ্বেষ বা বিরোধের অবসানে আইনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে জনদুর্ভোগ লাঘবে প্রয়োজন বলে বিএমও প্রতিবিধিদের জানান।

শহরের ভাড়াটিয়া বিশেষ করে চাকরিজীবী, শ্রমজীবী, শিক্ষার্থী প্রতি নতুন বছরে মেস/বাড়ি ভাড়া নিয়ে মহাবিড়ম্বনায় বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েন। তাদের আয়ের সিংহভাগ বাড়ি ভাড়ায় চলে যায়। দ্বিতীয়ত এক শ্রেণির বাড়ি মালিক নতুন বছরে করে অস্বাভাবিক ভাড়া বৃদ্ধি করে থাকেন। আগত নতুন বছর ২০২৬ সালে লাগামহীন বাড়ি ভাড়া বৃদ্ধি কারো কাম্য নয়। আমাদের দাবি অযৌক্তিকভাবে কোন অবস্থাতেই বাড়ি ভাড়া বৃদ্ধি করা যাবে না। বাড়ি ভাড়া নির্ধারণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আদালতের হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনা প্রতিপালন করতে হবে।

মানববন্ধন থেকে মেস সংঘের প্রতিষ্ঠাকালের ১৩ দফা দাবির লিফলেট বিতরণ করা হয়। দাবিগুলোর অন্যতম চাকরির কোটা সংস্কার অন্যতম ছিল। জুলাই বিপ্লবে তার সফলতা পেয়েছে। এ বিপ্লবে হতাহতদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়। একই সঙ্গে আগামীতে বর্তমান সফল অন্তর্বর্তী সরকারের পরিধি বৃদ্ধি করা হলে- সেখানে (উপদেষ্টা পরিষদে) মেস সংঘের একজন প্রতিনিধিকে অন্তভুক্ত করার অনুরোধ করা হয়।

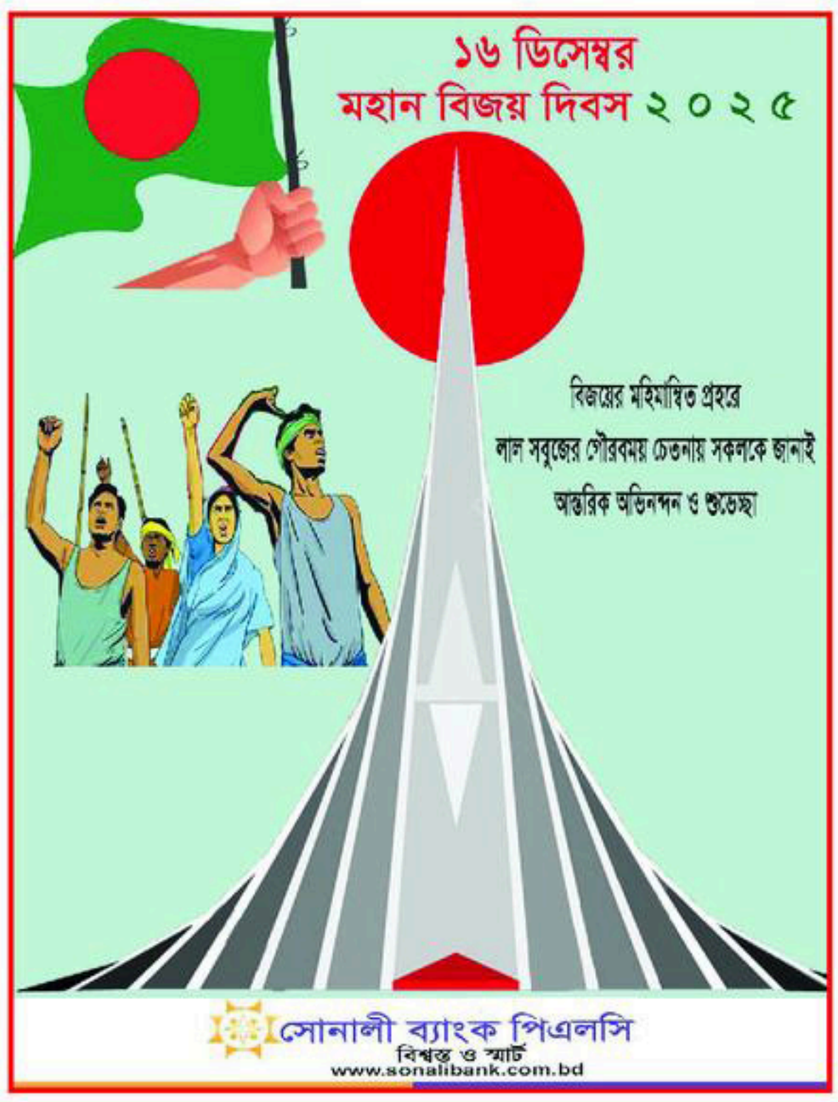

শোক সংবাদ

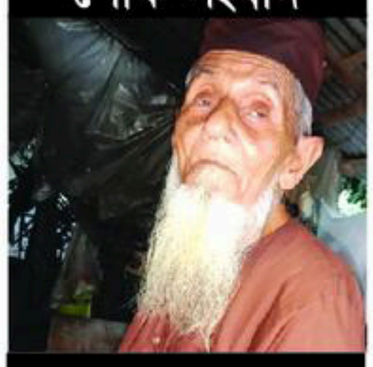

পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর উপজেলার বেলুয়া মুগার ঝোর (বাংলার কাশ্মীর) মোঃ আব্দুল জব্বার গাউস গত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ রোজ শনিবার দিবাগত রাত আনুমানিক এগারোটা পঁয়তালিশ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইন্নালিলাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আলাহ যেন তাঁকে জান্নাতবাসী করেন।

সরদার নূরুদ্দিনের পরলোকগমণ

শেষের পৃষ্ঠার পর

রাজধানীর পুরান ঢাকার যাত্রাবাড়ীর প্রবীণ মুরব্বী ছিলেন আলহাজ্ব নূরুদ্দিন সরদার। একদা রাজাধানীর ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় বিচার ব্যবস্থা ও উন্নয়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করতো পঞ্চায়ত ব্যবস্থা। আর পঞ্চায়েত প্রধানকে বলা হতো সরদার। তদ্রুপ পঞ্চায়েত ব্যবস্থার যাত্রাবাড়ীর পঞ্চায়েত ছিলেন আলহাজ্ব নূরুদ্দিন সরদার। তিনি গত ২১ অক্টোবর-২০২৫ রোজ মঙ্গলবার বার্ধক্য জনিত কারণে এলাকাবাসীকে শোকসাগরে ভাসিয়ে পরলোকগমন করেন। (ইন্নালিল্লাহী ওয়া... রাজেউন)। মরহুমের জানাজার নামাজ ওই দিন বাদ এশা তার পশ্চিম বাড়ীর সামনে শহীদ ফারুক সড়কে অনুষ্ঠিত হয়। তাকে তার শেষ ইচ্ছে অনুসারে আজিমপুর কবর স্থানে দাফন করা হয়েছে। মৃত্যুকালে তিনি দু' ছেলে এক কন্যাসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

প্রাপ্ত তথ্যে মতে, ১৯ শতকের প্রথম দিকে যাত্রাবাড়ীর খ্যাতিসম্পন্ন মাতব্বর ছিলেন কিতাবউদ্দিন সরদার। কিতাবউদ্দিন সরদারের দৌহিত্র মরহুম করিম উদ্দিনের পুত্র আলহাজ্ব নূরুদ্দিন সরদার ১৯৪৭ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। ৮ শহীদ ফারুক সড়ক (পশ্চিম যাত্রাবাড়ী) বাসিন্দা আলহাজ্ব নুরুদ্দিন সরদার এর মাতার নাম মোসাম্মাৎ রূপ বানু। ব্যক্তি জীবনে আলহাজ্ব নুরুদ্দিন সরদার ব্যবসা ও রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯৭৫ সালের পরবর্তীতে রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে তিনি সমাজ সেবায় ব্রতী ছিলেন।

একদা ঢাকার বিচার ব্যবস্থার মূখভূমিকা পালন করতো পঞ্চায়েত প্রথা। পঞ্চায়েতের সরদারদের অন্যায়ের বিপক্ষে ন্যায় ভূমিকায় প্রশাসন তথা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীও পর্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতো। এ পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মান-সম্মান ১৯৮০ সাল পর্যন্ত সগৌরবে ঢাকায় বিদ্যমান ছিল।

প্রেসিডেন্ট হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ কর্তৃক সামরিক শাসনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের পর পঞ্চায়েতের সম্মান ও দৌরাত্ম ঢাকায়হ্রাস পায়। ১৯৭৮ সালের দিকে পুরান ঢাকার খ্যাতিসম্মন্ন সরদার ছিলেন মাজেদ সরদার। তখন যাত্রাবাড়ী এলাকার সরদার নির্বাচনে মাজেদ সরদারের পদাচরণ ঘটেছিল পশ্চিম যাত্রাবাড়ীতে। মাজেদ সরদার পশ্চিম যাত্রাবাড়ীর মরহুম বায়েজিদ ও নুরুদ্দিনকে নিজ হাতে পাগড়ী পরিয়ে সরদার খেতাবে ভূষিত করে ছিলেন।

ওই সময় এলাকাবাসী এ গৌরবে আনন্দিত হয়ে বায়েজীদ সরদার ও নূরুদ্দিন সরদারের পক্ষে অভিনন্দন জানিয়ে ব্যান্ডও বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে মিছিল ও শোভাযাত্রা, আনন্দ ফূর্তিসহকারে এলাকাকে প্রকম্পিত করে তুলে ছিল। নব নির্বাচিত সরদারদের এভাবে পাগড়ী উপহার প্রদানের প্রথা ঢাকার নওয়াব সলিমুল্লাহর বংশধরদের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে চালু ছিল। আলহাজ্ব নুরুদ্দিন সরদার ১৯৭৭ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত পশ্চিম যাত্রাবাড়ী জামে মসজিদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। পশ্চিম যাত্রাবাড়ী সমাজ উন্নয়ন এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি দায়িত্ব পালন করেন ১৯৭০ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত। আর মরহুম বায়েজীদ সরদার পশ্চিম যাত্রাবাড়ীর সমাজ উন্নয়ন এসোসিয়েশনের সভাপতি। আলহাজ্ব নুরুদ্দিন সরদার মীরহাজীরবাগস্থ বায়তুল আমান জামে মসজিদ উন্নয়ন কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালনসহ এলাকার বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে সর্বদা সম্পৃক্ত ছিলেন।

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় মুরব্বিদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা একান্ত অপরিহার্য। তাহলে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে শৃঙ্খলা, উন্নতি এবং শান্তি ফিরে আসবে। তাই আসুন, আমরা মুরব্বিদের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করি, তাদের কথার গভীরতা অনুধাবন করি এবং জীবনের চলার পথে তাদের নির্দেশনাকে সঠিকভাবে প্রতিপালন করি।

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

মোঃ আল আমিন রিজভী
এডভোকেট : বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট
প্যানেল আইনজীবি : সোনালী ব্যাংক পিএলসি
সাবেক সভাপতি : বৈঠাকাটা ডিগ্রি কলেজ
কোষাধ্যক্ষ : বরিশাল বিভাগীয় আইনজীবী সমিতি, ঢাকা
সভাপতি : রেনেসাঁ ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন
প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি :
সেলিনা রহমান পাঠাগার
০১৭১১-৩৬৮৯৫১, ০১৭৮৫-৯৯৯৭৭৭

লিমা মেডিকেল হল

উন্নতমানের সব ধরনের ঔষধ সূলভমূল্যে পাইকারি ও খুচরা বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
বৈঠাকাটা বাজার কলেজ রোড, উপজেলা-নাজিরপুর, জেলা-পিরোজপুর, ফোন: ০১৭১২-২১৪৩৭৭

জাফর মেডিকেল হল

পরিচালনায় :
মোঃ আবু জাফর সালেহ
বৈঠাকাটা বাজার, উপজেলা-নাজিরপুর, জেলা-পিরোজপুর

কবিতা

প্রেম ও প্রতারণা

– শর্মি ভৌমিক

যে পাখি পোষ মানার নয়, সে কি পোষ মানে?
যে চলে যাবার, সেতো যাবেই!
এ বোধ জাগ্রত হোক প্রতিজনে!
রোধো বুকের কিনারে প্রবাহিত জলপ্রপাতখানি,
মুছে ফেলো ভেজা আঁখি দুটি,
অবুঝ হৃদয় বোঝে কি
দুঃখমাখা বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরার মানে?
যে তোমার নয়, জেনো, সে ছিলো না কভু তোমার প্রেমে;
প্রতারক প্রাণ চিনে নিও, সে থাকে দেহেরই ঘ্রাণে ঘ্রাণে!
লোভাতুর শকুনের মতো
নিম্নদৃষ্টির ভাঁজে ভাঁজে তার মাংসাশী লালসা হানে।
যে পরিকল্পিত স্পর্শগুলো
বুকের দ্বার বেয়ে ক্রমাগত নাভিশ্বাস তোলে,
যে প্রেম শুধু উন্মাদনায় ধরাশায়ী করে তিলেতিলে;
সে প্রেম প্রতারণার উন্মেষকাল পালে হৃদয়ের পলে পলে!
মধুকরের ছোঁয়ায় বিহ্বলা হতে পারে কুসুম কুসুম অন্তর,
হতে পারে ঝরা ফুলেরও জীবন কারো কারো জীবনভর!
হতে পারে সাময়িক উষ্ণতায় ঘুচে যাবে হৃদয়ের সব রুক্ষতা তারপর,
তাতেও সৃষ্টি হতে পারে
জলভরা চোখে কারো জন্য আজন্ম অপেক্ষার প্রহর!
হতে পারে দীর্ঘ জীবনের স্মৃতির ফোঁড়ে বেদনার ভারে শুধুই বেঁচে থাকা,
হতে পারে না পাওয়ার যন্ত্রণায় কষ্টবুকে একলা একা, ফাঁকা - শুধুই ফাঁকা!

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। ঢাকাস্থ বৈঠাকাটা সমিতি'র সম্মানিত সভাপতি সদ্য অবসর গ্রহণকারী দেশের প্রধান তথ্য কর্মকর্তা নিজামূল কবীর এর বর্ণাঢ্য কর্মজীবন সুনাম ও সফলতার সাথে পরিসমাপ্তি করেন। এই উপলক্ষে সমিতির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা বিনিময় ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। একই সঙ্গে তার দীর্ঘায়ু ও সুস্থ্য কামনা করা হয়েছে।

পড়িলে বই আলোকিত হই
না পড়িলে বই অন্ধকারে রই